নয়া দিগন্ত

স্বাস্থ্যসেবায় মানোন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও টিকার সমঝোতা স্মারক সই অনুষ্ঠান ■ নয়া দিগন্ত

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে ঢাবি-টিকা সমঝোতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) এবং তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থার (টিকা). মধ্যে গতকাল একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। ঢাবি ভিসির সভাকক্ষে আয়োজিত এই চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং টিকার সমন্বয়ক মোহাম্মেদ আলী আরমান নিজ নিজ ■ ৪র্থ পৃ: ৩-এর কলামে

স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নের

৩য় পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে সই করেন।

এ সময় প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রোভিসি (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, ফার্মেসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: সেলিম রেজা এবং অফিস প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, শহীদ বুদ্ধিজীবী ডাঃ মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিক্যাল সেন্টারের সংস্কার, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য একটি অ্যাটমিক ফোর্স মাইক্রোস্কোপ (এএফএম) স্থাপন এবং রোগ নির্ণয় ও উন্নত থেরাপিউটিক পরিষেবার জন্য আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম স্থাপনে তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (টিকা) ঢাবিকে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দেবে। এ ছাড়া জরুরি চিকিৎসাসেবা এবং রোগী পরিবহনের জন্য টিকা একটি আধুনিক অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করবে। বিজ্ঞপ্তি।

The Country Today

MoU between DU, TIKA signed to improve health care facilities

DU Correspondent

A Memorandum of Understanding (MoU) between Dhaka University (DU) and Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) was signed on Wednesday at the VC's meeting room to improve health care facilities at the university. Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan was present on this occasion as chief guest, says a press release.

Treasurer of DU Prof. Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury **Continued to page 2**

MoU between DU

and Coordinator of TIKA Muhammed Ali Armagan signed the MoU on behalf of their respective side.

Pro-Vice Chancellor (Admin) of DU Prof. Dr. Sayema Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Academic) Prof. Dr. Mamun Ahmed, Dean of the Faculty of Arts Prof. Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, Dean of the Faculty of Science Prof. Dr. Abdus Salam, Dean of the Faculty of Pharmacy Prof. Dr. Md. Selim Reza and Heads of different offices were present on the occasion.

The Bangladesh Today

A Memorandum of Understanding (MoU) between Dhaka University (DU) and Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) was signed yesterday at the VC's meeting room to improve health care facilities at the university. Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan was present on this occasion as chief guest. Photo: Courtesy

MoU between DU and TIKA signed to improve health care facilities

A Memorandum of Understanding (MoU) between Dhaka University (DU) and Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA) was signed yesterday at the VC's meeting room to improve health care facilities at the university. Dhaka University Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan was present on this occasion as chief guest, a press release said.

Treasurer of DU Prof. Dr. M. Jahangir Alam Chowdhury and Coordinator of TIKA Muhammed Ali Armagan signed the MoU on behalf of their respective side.

Pro-Vice Chancellor (Administration) of DU Prof. Dr. Sayema Haque Bidisha, Pro-Vice Chancellor (Academic) Prof. Dr. Mamun Ahmed, Dean of the Faculty of Arts Prof. Dr. Mohammad Siddiqur Rahman Khan, Dean of the Faculty of Science Prof. Dr. Abdus Salam, Dean of the Faculty of Pharmacy Prof. Dr. Md. Selim Reza and Heads of different offices were present on the occasion.

According to the MoU, TIKA will provide technical and financial support to DU for renovation of the Shahid Buddhijibe Dr. Muhammad Mortaza Medical Centre, installation of an Atomic Force Microscope (AFM) to enhance advanced research capabilities and installation of modern medical equipment to improve diagnostic and therapeutic services. Besides, TIKA will provide a modern, fully-equipped ambulance to improve emergency medical response and patient transport.

Vice-Chancellor Prof. Dr. Niaz Ahmed Khan thanked the TIKA authorities for providing financial and technical support to improve health care facilities at Dhaka University. Students, teachers, officers and employees will be highly benefited by this initiatives, he hoped. DU Vice-Chancellor said, the historical friendship between Bangladesh and Turkey has been prevailing for long years. These friendly ties between the two countries will be strengthened further through this renovation work, he hoped. He stressed the need for undertaking more joint collaborative academic and research programs among Dhaka University and various universities in Turkey.

যুগান্তর

ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দিচ্ছেন ছাত্রদলের প্রার্থীরা (বাঁয়ে) এবং বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। বুধবার ঢাবির সিনেট ভবনে যুগান্তর

ডাকসু নির্বাচনে ২৮ পদে ৫০৯ মনোনয়নপত্র জমা

অধিকাংশ প্যানেল চূড়ান্ত

মাহাদী হাসান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫-এ মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষদিন ছিল বুধবার। এদিন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদসহ অধিকাংশ প্যানেলই তাদের ভিপি, জিএস, এজিএসহ প্রার্থীদের নাম চূড়ান্ত করে। তবে উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে 'স্বতন্ত্র ঐক্যজোট' তাদের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করতে পারেনি। জুলাই অভ্যুত্থানে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে থাকলেও ডাকসুতে একাধিক প্যানেল ঘোষণা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়করা।

এদিকে ডাকসুর ২৮টি পদের বিপরীতে মোট ৫০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বিক্রি হয়েছিল ৬৫৮টি। অর্থাৎ ১৪৯টি মনোনয়নপত্র জমা হয়নি। এ ছাড়া হল সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৮ হলে মোট ১ হাজার ১০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। বিক্রি হয়েছিল ১ হাজার ৪২৭টি। জমা হয়নি ৩১৮টি। হলভিত্তিক জমা পড়েছে—ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ৭০টি, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রীতে ৩১, সলিমুল্লাহ মুসলিমে ৬২, জগন্নাথে ৫৯, ফজলুল হক মুসলিমে ৬৫, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকে ৮১, রোকেয়ায় ৪৫, সূর্যসেনে ৭৯, হাজী মুহম্মদ মুহসীনে ৬৫, শামসুন নাহারে ৩৬, কবি জসীমউদ্দীনে ৭০, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানে ৭৮, শেখ মুজিবুর রহমানে ৬৮, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবে ৩৬, অমর একুশেতে ৮১, কবি সুফিয়া কামালে ৪০, বিজয় একাত্তরে ৭৬ এবং স্যার এএফ রহমান হলে ৬৭টি।

ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আবিদুল ইসলাম খানকে সহসভাপতি (ভিপি), কবি জসীমউদ্?দীন হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক শেখ তানভীর বারী হামিমকে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও বিজয় একাত্তর হল শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক তানভীর আল হাদী মায়েদকে সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব এই প্যানেল ঘোষণা করেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্যানেলের অন্যরা হলেন—মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে এহসানুল ইসলাম, কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে চেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে আবু হায়াত মো. জুলফিকার জিসান, ক্রীড়া সম্পাদক পদে চিম চিম্যা চাকমা, ছাত্র পরিবহণ সম্পাদক পদে সাইফ উল্লাহ সাইফ, সমাজসেবা সম্পাদক পদে সৈয়দ ইমাম হাসান অনিক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে আরকানুল ইসলাম রূপক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসাইন, মানবাধিকার ও আইন সম্পাদক পদে মেহেদী হাসান মুন্নাকে মনোনয়ন দিয়েছে ছাত্রদল। এ ছাড়া প্যানেলে সদস্যপদে জারিফ রহমান, মাহমুদুল হাসান, নাহিদ হাসান, হাসিবুর রহমান সাকিব, শামীম রানা, ইয়াসিন আরাফাত, মুনইম হাসান অরূপ, রঞ্জন রায়, সোয়াইব ইসলাম এমি, মেহেরুন্নেসা কেয়া, ইবনু আহমেদ, শামসুল হক আনান, নিত্যানন্দ পালকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

প্যানেল ঘোষণার পর ছাত্রদলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে সিনেট ভবনে যান। সেখানে যাওয়ার আগে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম বলেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর আমরা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহীদ আনাসের কবর জিয়ারত করব। এর মধ্য দিয়ে ছাত্রদলের নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু হবে।

প্যানেল ঘোষণার সময় রাকিবুল ইসলাম বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, সাহসী, মেধাবী ও বিচক্ষণ শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়ে ছাত্রদলের প্যানেলকে জয়ী করবেন। ছাত্র সমাজের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও দীর্ঘদিন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমন্বয়কদের একাধিক প্যানেল

হল সংসদে ১ হাজার ১০৯টি ফরম জমা

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ২

অধিকাংশ প্যানেল চূড়ান্ত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ধরে যারা শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে কাজ করেছেন, তাদেরই প্যানেলে মনোনীত করা হয়েছে। তিনি বলেন, একটি পদ জুলাই আন্দোলনে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর সম্মানে খালি রাখা হয়েছে।

'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল : বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ' নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করে। বুধবার বিকালে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে এ ঘোষণা দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ ফারহান ফাইয়াজের বাবা শহিদুল ইসলাম ভূঁইয়া। এ প্যানেল থেকে ভিপি পদে লড়বেন ঢাকা গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের। জিএস পদে লড়বেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার। এজিএস পদে প্রার্থী হয়েছেন সংগঠনটির মুখপাত্র আশরেফা খাতুন। প্যানেলে সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে মনোনীত হয়েছেন নাহিয়ান ফারুক, সমাজসেবা সম্পাদক পদে মহির আলম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে মো. হাসিবুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ সাব্বির, ক্রীড়া সম্পাদক পদে আল আমিন সরকার, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদে আনিকা তাহসিনা, কমনরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে মিতু আক্তার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আহাদ বিন ইসলাম শোয়েব, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে সাব্বির আহমেদ, ক্যারিয়ার ও উন্নয়ন সম্পাদক পদে রেজওয়ান আহম্মেদ রিফাত এবং ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে মো. ইসমাইল হোসেন রুদ্র।

আব্দুল কাদের বলেন, গত বছরের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় আহত সানজিদা আহমেদ তন্বির সম্মানে গবেষণা ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হয়নি। প্যানেলের পক্ষ থেকে তাকে সমর্থন দেওয়া হয়েছে। সদস্যপদে মনোনীত হয়েছেন মো. মাসউদুজ্জামান, ফেরদৌস আইয়াম, ইসমাইল, তাপসী রাবেয়া, মো. আরমানুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রিফতি আল জাবেদ, আশরাফ অনিক, রওনক জাহান, মাহফুজা নওয়ার নওরীন, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আরিফুর রহমান ও ফেরদৌস আলম।

সমন্বয়কদের একাধিক প্যানেল : জুলাই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের অধিকাংশ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের নেতৃত্বে 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ'-এ নির্বাচন করছেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে রয়েছে 'স্বতন্ত্র ঐক্যজোট'। আর সমন্বয়ক মাহিন সরকারের নেতৃত্বে 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে।

শিবিরের 'অন্তর্ভুক্তিমূলক পূর্ণাঙ্গ প্যানেল' : বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির ভিপি হিসাবে কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক ও ঢাবি শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবু সাদিক কায়েম এবং জিএস পদে ঢাবি শাখার বর্তমান সভাপতি এসএম ফরহাদ মনোনয়ন পেয়েছেন। এজিএস পদে ঢাবি শাখার সেক্রেটারি মহিউদ্দিন খান নির্বাচন করবেন। প্যানেলে স্থান পেয়েছেন চার নারী শিক্ষার্থী, জুলাই আন্দোলনে আহত এবং একজন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিক্ষার্থী।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ শেষে চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিসের সামনে সংবাদ সম্মেলনে প্যানেল ঘোষণা করেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সাদ্দাম। প্যানেলে আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন খান জসীম, যিনি জুলাই অভ্যুত্থানে চোখ হারান। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে ইকবাল হায়দার, কমনরুম রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে উম্মে সালমা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নুরুল ইসলাম সাব্বির (ঢাবি শিবিরের অর্থ সম্পাদক), ক্রীড়া সম্পাদক পদে আরমান হোসেন, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে আসিফ আব্দুল্লাহ, সমাজসেবা সম্পাদক পদে শরিফুল ইসলাম মুয়াজ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ঢাবি শিবিরের দপ্তর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসাইন খান, ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক পদে মাজহারুল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে আব্দুল্লাহ আল মিনহাজ এবং মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদে সাখাওয়াত জাকারিয়া মনোনয়ন পেয়েছেন। সদস্যপদে রয়েছেন সর্ব মিত্র চাকমা, ইমরান হোসাইন, বেলাল হোসেন অপু, জয়েন উদ্দিন সরকার তন্ময়, মিফতাহুল হোসাইন আল মারুফ, মাজহারুল ইসলাম মুজাহিদ, রাইসুল ইসলাম, সাবিকুন নাহার তামান্না, শাহিউর রহমান, আফসানা আক্তার, আবদুল্লাহ আল মাহবুব, রায়হান উদ্দিন ও আনাস বিন মনির।

'প্রতিরোধ পর্ষদ' : 'প্রতিরোধ পর্ষদ' নামে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে বাম সংগঠনগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট। মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করেন গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের আহ্বায়ক ও বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল। এ সময় ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সভাপতি মেঘমল্লার বসু, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হকসহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্যানেলে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন মেঘমল্লার বসু। এজিএস পদে জাবির আহমেদ জুবেল। মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনবিষয়ক সম্পাদক পদে লড়বেন মোজাম্মেল হক। এছাড়া কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে নূজিয়া হাসিন (রাশা), মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদে আকাশ আলী, ক্যারিয়ার উন্নয়ন সম্পাদক পদে লিটন ত্রিপুরা, সমাজসেবা সম্পাদক পদে আবু মুজাহিদ, পরিবহন সম্পাদক পদে নিনাদ খান, আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক সম্পাদক পদে নাঈম উদ্দীন, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক পদে ফারিয়া মতিন (ইলা), ক্রীড়া সম্পাদক পদে মালিহা তাবাসসুম, স্বাস্থ্য ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে শেখ তাসনুভা সৃষ্টি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক পদে ফাতিন ইশরাক এবং গবেষণা ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে আমানত ইমরান।

সদস্য পদে লড়বেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মো. তফসিরুল্লাহ, টেলিভিশন ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগের রাজেকুজ্জামান জুয়েল, পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজের ওয়াকার রহমান সৌরভ, অর্থনীতি বিভাগের মোহাম্মদ মুস্তাকিম, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভলনারিবিলিটি স্টাডিজের মিশকাতুল মাশিয়াত (তানিশা), কারুশিল্প বিভাগের আতিকা অনজুম অর্থী, অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের পৃথিং মারমা, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমসের ইসরাত জাহান ইমু, নৃবিজ্ঞান বিভাগের আনিয়া ফাহমিন, পদার্থবিজ্ঞানের রাহনুমা আহমেদ নিরেট, প্রাচ্যকলা বিভাগের সাজিদ উল ইসলাম, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি বিভাগের হেমা চাকমা এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের আলমগীর হোসেন।

উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে 'স্বতন্ত্র ঐক্যজোট' : স্বতন্ত্র প্যানেল ঘোষণা করেছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র (সমন্বয়ক) উমামা ফাতেমা। সোমবার মনোনয়নপত্র গ্রহণের শেষদিনে ভিপি পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তিনি। প্যানেলের বাকিদের বিষয়ে বুধবার পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তিনি।

ছাত্র অধিকারের প্যানেল : ছাত্র অধিকার পরিষদ ভিপি পদে কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা, জিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিনের নাম ঘোষণা করেছে। এজিএস পদে লড়বেন ঢাবি শাখার সদস্য সচিব রাকিবুল ইসলাম। তাদের প্যানেলের নাম 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' এবং স্লোগান হলো 'ভোট ফর চেঞ্জ'। প্যানেলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে মো. শাকিল খান, সমাজসেবা পদে আরিফুর রহমান মজুমদার, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুক্তার হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন পদে আশিক হৃদয় আহমেদ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ পদে রাকিব হোসেন গাজী, মানবাধিকার ও আইনবিষয়ক সম্পাদক পদে ইশতিয়াক আহমেদ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে সিয়াম ফেরদৌস ইমন স্থান পেয়েছেন। ঘোষিত প্যানেলে সদস্য হিসাবে আছেন—রাহাত, রেজোয়ান, মো. মুহিউদ্দীন আহমেদ, তৌফিক আবির, আব্দুল্লাহ আল নোমান, রাকিবুল আলম রুদ্র, মোফাজ্জেল হক ও মাহতাব ইসলাম।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল : প্রার্থীরা হলেন—ইয়াছিন আরাফাত (ভিপি), খায়রুল আহসান মারজান (জিএস) ও সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন (জিএস)। এ ছাড়া বিভিন্ন পদে লড়বেন আবু বক্কর (শিক্ষা ও গবেষণা), মোহাম্মদ আলী (ইসলামিক স্টাডিজ), পাবন আহমেদ (হইহ), আ. রহমান মাহফুজ (ইসলামিক স্টাডিজ), ইলিয়াস তালুকদার (আইবি), জুরাইয়া আক্তার (মৃত্তিকা সায়েন্স), মুঈনুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ইয়াসিন আরাফাত (সমাজবিজ্ঞান), ইমরান হোসাইন (ব্যাংকিং), ইসমাইল হোসাইন (ইসলামের ইতিহাস), সাব্বির আহমেদ (ইতিহাস), মানসুরুল হক শাহ (ফিন্যান্স), মোসা. হাবিবা (ভাষাবিজ্ঞান), শাহরিয়ার জাবির (আইন), ওমর ফারুক (ইসলামিক স্টাডিজ), আফজাল হোসাইন সিয়াম (আরবি), নুরুল জান্নাত মাম্মা (আরবি), ইকরামুল কবির (ইসলামিক স্টাডিজ), আরিয়ান মাহমুদ রাসেল (ইসলামিক স্টাডিজ), মোহাম্মদ রিয়াদ (ওএসএল), রেজাউল করিম (আরবি), এরফান মোহাম্মদ (জার্নালিজম), জাকিয়া মুন (প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন), আব্দুর রহিম (ইসলামিক স্টাডিজ) এবং আব্দুর রহমান মাহফুজ (ইসলামিক স্টাডিজ)।

'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' প্যানেল : বুধবার সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত প্যানেলে ভিপি প্রার্থী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের জালালুদ্দিন মুহাম্মাদ খালিদ ও জিএস পদে মো. আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকারকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ফাতেহা শারমিন অ্যানি। প্যানেলে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে আশিকুর রহমান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদে আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ আরিয়ান, কমন রুম, রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ফারজানা আক্তার মিতু, আন্তর্জাতিক সম্পাদক পদে ইমরান মিয়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদে মোহতাসিম বিল্লাহ ইমন, ক্রীড়া সম্পাদক পদে মুহাইমেনুল ইসলাম তকি, ছাত্র পরিবহন সম্পাদক পদে রাশেদ খান আবির, সমাজসেবা সম্পাদক পদে ফাইজুল্লাহ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক পদে মেহেরিন আফরোজ মাইশাকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেল : বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএল সমর্থিত ৩ বাম সংগঠনের যৌথ প্যানেল অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪। বুধবার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে এ প্যানেল ঘোষণা করা হয়। যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের শিক্ষার্থী মো. নাইম হাসান হৃদয়কে ভিপি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী এনামুল হাসান অনয়কে জিএস পদে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী অদিতি ইসলাম লড়বেন এজিএস পদে। মুক্তিযুদ্ধ ও গণ-আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাহমিদা আলম, কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক সুমী চাকমা, সমর্থন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শাকিব মাহমুদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লাহ ইবনে হাসান (তামিম), ছাত্র পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক মাসফিকুজ্জামান, তাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ফারহান। সদস্য পদে আছেন হাসিন, তপিতা ইসলাম অজি, জুনাইদ হোসেন আদনান ও মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান।

সমকাল

ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল বুধবার। সিনেট ভবনে ভিপি ও জিএস পদে মনোনয়নপত্র জমা দেয় ছাত্রদল (ওপরে বাঁয়ে); গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (ওপরে ডানে); স্বতন্ত্র প্যানেলের উমামা ফাতেমা (নিচে বাঁয়ে) এবং বাম গণতান্ত্রিক ছাত্রজোটের মেঘমল্লার বসু (নিচে ডানে) ● সমকাল

মানবকণ্ঠ

আবিদুল ইসলাম খান | শেখ তানভীর বারী হামিম | তানভীর আল হাদী

ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা, ভিপিপ্রার্থী আবিদুল, জিএস হামিম

ডাকসু নির্বাচন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনটি ভিপি হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের শিক্ষার্থী আবিদুল ইসলাম খান এবং জিএস পদে কবি জসীম উদ্দীন হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক ও উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শেখ তানভীর বারী হামিমকে মনোনয়ন দিয়েছে। এছাড়া এজিএস পদে বিজয় একাত্তর হল ছাত্রদলের আহ্বায়ক এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ২০১৮-১৯ সেশনের শিক্ষার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দিয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) অপরাজেয় বাংলা পাদদেশে এই প্যানেল ঘোষণা করেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।

এছাড়া সম্পাদক পদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক পদে আরিফুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে এহসানুল ইসলাম, কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে [illegible] ইসলাম মেঘলা, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে [illegible] হাসান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পদে আবু হায়াত জুলফিকার জিসান প্রার্থী হয়েছেন।

তবে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে ছাত্রদল থেকে কাউকে ডাকসু নির্বাচনে প্রার্থী দেয়া হয়নি। তারা এই পদটি ১৫ জুলাইয়ে আহত সাম্প্রিতা আহমেদ তন্বীর সম্মানে খালি রাখবে বলে জানিয়েছেন। এছাড়া ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক পদে চিম চিম্যা চাকমা, ছাত্র পরিবহন বিষয়ক সম্পাদক পদে সাইফ উল্লাহ (সাইফ), সমাজসেবা সম্পাদক পদে চৌধুরী ইমাম হাসান রনিক, ক্যারিয়ার উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক পদে আরকানুল ইসলাম রূপক, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক পদে আনোয়ার হোসাইন এবং মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক পদে [illegible] হাসান মুরাদ প্রার্থীতা ঘোষণা করেছে সংগঠনটি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

21 August 2025

খবরের কাগজ

উমামা ফাতেমা | আল সাদী ভূঁইয়া | আবিদুল ইসলাম খান | শেখ তানভীর বারী হামিম | আবু সাদিক কায়েম | এস এম ফরহাদ

আবদুল কাদের | আবু বাকের মজুমদার | তাসনিম আফরোজ ইমি | মেঘমল্লার বসু | বিন ইয়ামিন মোল্লা | সাবিনা ইয়াসমিন

জামালউদ্দীন মুহাম্মদ খালিদ | মাহিন সরকার | মো. নাইম হাসান হৃদয় | এনামুল হাসান অনয় | শামীম হোসাইন | আরাফাত চৌধুরী

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হতে চান তারা

ডাকসু নির্বাচন: ৯ প্যানেলে দেড় হাজারের বেশি প্রার্থী

সাজ্জাদুল কবির ও আরিফ জাওয়াদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও জমা দেওয়া শেষ হয়েছে। ডাকসু ও হল সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য ১ হাজার ৬১৮ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। মোট ২৬২ পদের বিপরীতে এই দেড় হাজারের বেশি প্রার্থী শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। আগামী ২৬ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রাথমিক মনোনয়নপত্র জমার মাধ্যমে নির্বাচনে নয়টি পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে ভোটে লড়বে। এ ছাড়া আংশিক একটি প্যানেলও রয়েছে। সব প্যানেলেই বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা দেখা গেছে। অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ছয়টি ছাত্রসংগঠন একটি পদে প্রার্থী দেয়নি। অন্যরা ইনক্লুসিভ প্যানেল তৈরির চেষ্টা করেছে। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে জমা দেননি ৪৬৭ জন। আজ বৃহস্পতিবার প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে।

নির্বাচনসংশ্লিষ্টরা জানান, ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৬৫৮ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। জমা দেননি ১৪৯ জন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন ব্রিফিংকালে জানান, ডাকসুতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৫০৯ জন। হল সংসদ নির্বাচনে ১৮টি হলের ২৩৪ পদের বিপরীতে মনোনয়নপত্র নেন ১ হাজার ৪২৭ জন। ৩১৮টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর জানায়,

>> এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হতে চান তারা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৮টি হলে মোট ১ হাজার ১০৯টি মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে।

হলভিত্তিক মনোনয়নপত্র জমার পরিসংখ্যান- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ হলে ৭০টি, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলে ৩১টি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬২টি, জগন্নাথ হলে ৫৯টি, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৬৫টি, শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ৮১টি, রোকেয়া হলে ৪৫টি, সূর্যসেন হলে ৭৯টি, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলে ৬৫টি, শামসুন নাহার হলে ৩৬টি, কবি জসীমউদদীন হলে ৭০টি, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ৭৬টি, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৮টি, শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলে ৩৬টি, অমর একুশে হলে ৮১টি, কবি সুফিয়া কামাল হলে ৪০টি, বিজয় একাত্তর হলে ৭৬টি এবং স্যার এ এফ রহমান হলে ৬৭টি।

পূর্ণাঙ্গ প্যানেল, চূড়ান্ত তালিকার পর মূল হিসাব নিকাশ

ডাকসু নির্বাচনে ৯টি প্যানেল বিভিন্ন নামে ভোটযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে। প্যানেলগুলো হলো- ছাত্রদলের প্যানেল, ছাত্রশিবিরের 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের 'বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ', বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা 'গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট' সমর্থিত প্যানেল 'প্রতিরোধ পর্ষদ', বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মাহির-বাহাউদ্দিন), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) ও ছাত্রলীগ-বিসিএল (বাংলাদেশ জাসদ) এই ৩ বাম সংগঠনের যৌথ প্যানেল 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪', ছাত্র অধিকার পরিষদের 'ডাকসু ফর চেঞ্জ', ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের 'সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ', 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' এবং 'স্বতন্ত্র ঐক্যজোট'। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখ্য সমন্বয়ক এবি জুবায়ের ও জুলাই ঐক্যের সংগঠক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ আংশিক স্বতন্ত্র প্যানেলের ঘোষণা দিয়েছেন।

শীর্ষ পদে পদ-প্রত্যাশী যারা

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের প্যানেল থেকে ভিপি পদে আবিদুল ইসলাম খান, জিএস পদে তানভীর বারী হামিম এবং এজিএস পদে তানভীর আল হাদী মায়েদ প্রার্থী হয়েছেন।

শিবিরের 'ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট' প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে ঢাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি সাদিক কায়েম, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে শাখা শিবির সভাপতি এসএম ফরহাদ, সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শাখা শিবির সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন খান প্রার্থী হয়েছেন।

ছাত্র অধিকার পরিষদের 'ডাকসু ফর চেঞ্জ' প্যানেলে ভিপি পদে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা, জিএস পদে সাবিনা ইয়াসমিন এবং এজিএস পদে ঢাবি শাখার সদস্যসচিব রাকিবুল ইসলাম নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

'স্বতন্ত্র ঐক্যজোট' এ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা ভিপি পদে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহী এজিএস ও সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া জিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ভিপি পদে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাবি শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের, জিএস পদে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার এবং এজিএস পদে প্রার্থী সংগঠনটির মুখপাত্র আশরেফা খাতুন লড়বেন।

প্রতিরোধ পর্ষদ থেকে ভিপি পদে শামসুন নাহার হল ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি, ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি সংসদের সভাপতি মেঘমল্লার বসু জিএস পদে, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক জাবির আহমেদ জুবেল এজিএস পদে লড়বেন।

সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে ভিপি প্রার্থী হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংসদের আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দীন খালিদ, জিএস পদে সাবেক সমন্বয়ক মো. আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ফাতেহা শারমিন এ্যানি।

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের প্যানেল থেকে ভিপি পদে ইয়াছিন আরাফাত, জিএস পদে খায়রুল আহসান মারজান এবং এজিএস পদে সাইফ মোহাম্মদ আলাউদ্দিন লড়বেন। অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪ এ তিন বাম ছাত্রসংগঠনের এই প্যানেল থেকে ভিপি পদে মো. নাইম হাসান হৃদয় এবং জিএস পদে এনামুল হাসান অনয় এবং এজিএস পদে দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী অদিতি ইসলাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সব প্যানেলেই বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা

ছাত্রদল: ছাত্রদলের শীর্ষ নেতারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন না। তারা তুলনামূলক জুনিয়রদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন। দেরিতে প্যানেল ঘোষণা করলেও ছাত্রদল তাদের প্যানেলে ক্যাম্পাসের পরিচিত মুখ রেখেছে।

ছাত্রশিবির: ইসলামী ছাত্রশিবির শুধু তার নিজের সংগঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন, জুলাই অভ্যুত্থানে আহত শিক্ষার্থী, আপ বাংলাদেশ, ইনকিলাব মঞ্চসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্যানেলে রেখেছে। শিবিরের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তারা ইনক্লুসিভ প্যানেল দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

ছাত্র অধিকার পরিষদ: ভোটের মাঠে আকর্ষণীয় স্লোগান ঠিক করে আলোচনায় এসেছে। সংগঠনটির ভিপি প্রার্থীর ডাকসু নির্বাচন নিয়ে অনশন করার চিত্রও ক্যাম্পাসে ব্যাপক প্রচার করা হচ্ছে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ: গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ জুলাই গণ-অভ্যুত্থান থেকে উঠে আসা এবং ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই সংগ্রামে যুক্ত পরিচিত মুখ দিয়ে সাজিয়েছে তাদের প্যানেল। যেসব আগ্রহী প্রার্থীকে প্যানেলে জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দিয়েছে তারা।

গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট: বামপন্থি ছাত্রসংগঠনগুলোর মোর্চা গণতান্ত্রিক ছাত্রজোট তাদের জোটভুক্ত ৭ বামপন্থি, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের মতামত আমলে নিয়ে প্যানেল সাজিয়েছে। যদিও সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমিকে নিয়ে কিছুটা বিতর্ক উঠেছে। ২০১৯ সালে এক টকশোতে তিনি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য করার পক্ষে মত দিয়েছিলেন।

সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ: বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং সদ্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে বহিষ্কৃত মাহিন সরকার ও স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক মো. জামাল উদ্দীন খালিদের নেতৃত্বে গঠিত সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলে বিভিন্ন পদে স্থান পেয়েছে ২০২৪ এর কোটা সংস্কার দাবির আন্দোলন থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়ে পরিচিত মুখরা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামার নেতৃত্বে প্যানেলও পিছিয়ে নেই। তারাও তাদের প্যানেল গুছিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা সর্বোচ্চ আমলে নিয়েছেন। যদিও উমামার নেতৃত্বে এই প্যানেলের পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা করা হয়নি, আজ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্যানেলের বাইরে ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী আরাফাত চৌধুরী, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী শামীম হোসাইন, ২০০১-০২ সেশনের এবং চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আবু তৈয়ব হাবিলদার, জুলিয়াস সিজার তালুকদারসহ আরও অনেকে বেশ আলোচনায় রয়েছেন।

বাগছাসে বিভক্তি প্রার্থিতা নিয়ে

সংগঠনের প্যানেল থেকে আলাদা হয়ে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক তাহমিদ আল মুদ্দাসসির চৌধুরী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। দলীয় প্যানেল থেকে এজিএস পদে প্রার্থিতা চেয়েছিলেন তাহমিদ। কিন্তু পছন্দমতো পদ না পাওয়ায় স্বতন্ত্রভাবেই এজিএস পদে নির্বাচন করবেন তিনি। যদিও দলের পক্ষে থেকে দাবি করা হচ্ছে, এটি বিভক্তি না বরং অংশ নিতে তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনটির সদস্যসচিব জাহিদ আহসানের পাঠানো এক বার্তায় বলা হয়, 'যেসব নেতাকে এই প্যানেলে জায়গা করে দেওয়া সম্ভব হয় নাই, তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থী হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এটা সংগঠনের ভাঙন বা বিভক্তি নয়।' এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের আরেক নেত্রী রুপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চঙ্গ্যা গত ১৮ আগস্ট পদত্যাগ করে ডাকসুতে স্বতন্ত্রভাবে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনের ঘোষণা দেন।

গবেষণা সম্পাদক পদে প্রার্থী দিচ্ছে না ছয় সংগঠন

চব্বিশের জুলাই আন্দোলনে ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বীর প্রতি সম্মান জানিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে ছয় সংগঠন কাউকে মনোনয়ন দেয়নি।

প্রসঙ্গত, ডাকসুর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) প্রাথমিক প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশিত হবে। চার দিনের মধ্যে প্রার্থিতা প্রত্যাহার শেষে ২৬ আগস্ট প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং সব শেষে ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত নির্বাচনের ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

০৬ ভাদ্র ১৪৩২

DU in Media

21 August 2025

মানবজমিন

ডাকসুতে লড়ছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী

আসাদুজ্জামান খান: জমে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের তৎপরতা। রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর প্রায় সবারই প্যানেল দেয়া শেষ। এবারের মতো এত বেশি নারী প্রার্থী দেখা যায়নি পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ডাকসুতে লড়ছেন উল্লেখ যোগ্য সংখ্যক নারী

শেষ পৃষ্ঠার পর অতীতে। শীর্ষ পদ তো বটেই, সম্পাদকীয় পদেও নারীরা আছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের ইতিহাসে এ পর্যন্ত মাত্র দু'জন নারী ভিপি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম নারী ভিপি ছিলেন বেগম জাহানারা আক্তার। তিনি ১৯৬০-৬১ শিক্ষাবর্ষের নির্বাচনে এ পদে নির্বাচিত হন। এরপর দ্বিতীয় নারী হিসেবে ১৯৬৬-৬৭ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ইউনিয়নের প্রার্থী হিসেবে ভিপি নির্বাচিত হন মাহফুজা খানম। দীর্ঘ ৫৮ বছর আর কোনো নারীকে ভিপি পদে দেখতে পায়নি ডাকসু।

প্যানেল দেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের সম্মানজনক স্থান দেয়ার চেষ্টা ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের মাঝে। ১৫ই জুলাই ঢাবি ক্যাম্পাসে আহত সানজিদা আহমেদ তন্বীর প্রতি বিশেষ সম্মান জানিয়ে উভয় সংগঠনই ডাকসু'র গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক পদ খালি রেখেছেন। উভয় সংগঠনের এমন কাজ প্রশংসা কুড়িয়েছে শিক্ষার্থীদের। সব মিলিয়ে কেবল প্যানেলের বিচারেই অন্তত ২৫ জন নারী ডাকসুতে বিভিন্ন পদে লড়তে যাচ্ছেন।

সহ-সভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এবং সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস)- এই তিন শীর্ষ পদে পাঁচজন নারী শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। তার জনপ্রিয়তাও রয়েছে ব্যাপক, বিশেষত নারীদের মাঝে। আন্দোলনের সময় নারী শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করতে তার অবদান প্রশংসিত হয়। কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় তিনি সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে অভ্যুত্থানের পর ছাত্র ফেডারেশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য সচিব পদ থেকে এবং পরবর্তীতে বৈষম্যবিরোধীর সব দায়িত্ব থেকেও পদত্যাগ করেন। দলীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে স্বতন্ত্র প্যানেল গঠন করেন উমামা। তার প্যানেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূঁইয়া এবং বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দীন মুজাহিদ মাহিকে জিএস এবং এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা চলছে।

এদিকে আরেক ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। এবার তিনি বাম জোটের প্রতিরোধ পর্ষদ প্যানেল থেকে প্রার্থী হয়ে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে হয়েছেন বিতর্কিত। ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে ডাকসুর আজীবন সদস্য দেখতে চাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন এক অনুষ্ঠানে। এ নিয়ে তার সমালোচনা করছেন অনেকে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের প্যানেল থেকে সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আশরেফা খাতুন। তিনি ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং বর্তমানে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের কেন্দ্রীয় মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সম্পাদকীয় পদে সর্বোচ্চসংখ্যক নারী প্রার্থী আছে বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর প্যানেলে। সম্পাদকীয় পদে ১১ জন নারী আছেন। তারা হলেন নূজিয়া হাসিন (রাশা) কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ফারিয়া মতিন (ইলা) সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ, মালিহা তাবাসসুম ক্রীড়া সম্পাদক, ফিন্যান্স বিভাগ, শেখ তাসনুভা সৃষ্টি স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ।

কার্যকরী সদস্য পদে প্রার্থী হচ্ছেন, মিশকাতুল মাশিয়াত তানিশা, আতিকা আনজুম অথী, ইসরাত জাহান ইমু, আনিয়া ফাহমিন, রাহনুমা আহমেদ নিরেট, হেমা চাকমা, নোশিন হুমায়রা

সদস্য ও সম্পাদকীয় মিলে ৪ জন আছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলে। কমনরুম, রিডিংরুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক পদে ক্যাম্পাস এক্টিভিস্ট উম্মে সালমা, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক পদে ফাতিমা তাসনীম জুমা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রীসংস্থার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সাবিকুন্নাহার তামান্না ও আফসানা আক্তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সদস্য পদে।

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের (বাগছাস) প্যানেলে আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক আনিকা তাহসিনা, কমনরুম ও ক্যাফেটারিয়া সম্পাদক মিতু আক্তার, সদস্য পদে তাপসী রাবেয়া, রওনক জাহান ও মাহফুজা নওয়ার নওরীন।

ছাত্রদলের প্যানেলে দু'জন নারী পেয়েছেন স্থান। যেমন ফারিয়া ইসলাম মেঘলা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কমনরুম, পাঠকক্ষ ও ক্যাফেটেরিয়া বিষয়ক সম্পাদক পদে, সদস্য পদে মেহেরুন্নেসা কেয়া।

২৮ পদের বিপরীতে মনোনয়ন জমা পড়লো ৫০৯টি: ডাকসু নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমাদানের নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে। এতে ২৮টি পদের বিপরীতে ৫০৯টি ফরম জমা পড়েছে। বিতরণকৃত ফরমের মধ্যে ১৪৯টি ফরম জমা পড়েনি। অন্যদিকে এখন পর্যন্ত ১২টি হলের হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৬৮৯ জন প্রার্থী। বুধবার (২০শে আগস্ট) বিকালে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

এদিকে হল সংসদে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে ৬২টি, ফজলুল হক মুসলিম হলে ৬৫, জহুরুল হক হলে ৮০, মুহসিন হলে ৬৪, শামছুন্নাহার হলে ৩৬, জিয়াউর রহমান হলে ৭৮, শেখ মুজিবুর রহমান হলে ৬৮, সুফিয়া কামাল হলে ৪০, কুয়েত মৈত্রী হলে ৩১, ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ৩৬, বিজয় একাত্তর হলে ৬৭, এফ রহমান হলে ৬৭টি জন মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনে প্রধান চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, এ পর্যন্ত মোট ৫০৯টি মনোনয়ন ফরম জমা পড়েছে, ১৪৯টি ফরম জমা পড়েনি। এখন পর্যন্ত ১২টি হলের হিসাব পাওয়া গেছে। ডাকসু ইলেকশন রিটার্নিং অফিসার কাজী মারুফুল ইসলাম বলেন, নির্বাচনের দিন, এর আগের দিন এবং পরেরদিন ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রাখার অনুরোধ করেছি।

ডাকসু'র তফসিল অনুযায়ী, গত ১২ই আগস্ট থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয় যা ১৮ই আগস্টে শেষ হবার কথা থাকলেও পরে একদিন বৃদ্ধি করে ১৯শে আগস্ট করা হয়। মনোনয়ন জমাদানের শেষ সময়ও ১ দিন বাড়িয়ে ২০শে আগস্ট করা হয়। মনোনয়ন ফরম সংগ্রহের শেষদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সংসদে ১০টি প্যানেল ও স্বতন্ত্রভাবে মোট মনোনয়ন নিয়েছেন ৬৫৮ জন এবং ১৭টি হল সংসদে মনোনয়ন বিক্রি হয়েছে ১৪২৭টি। যাচাই-বাছাই শেষে ২১শে আগস্ট বেলা একটায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

প্রতিদিনের বাংলাদেশ

ছাত্রদল, শিবিরসহ ৯টি প্যানেল ও স্বতন্ত্ররা লড়ছেন

নারীদের হাতেই জয়ের চাবি

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের পূর্ণ প্যানেলে মনোনয়নপত্র দাখিল

ডাকসু নির্বাচন

মাহরিব বিন মহসিন, ঢাবি

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ, গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস), ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ ৯টি প্যানেল অংশ নিচ্ছে। ডাকসুর ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ৬৫৮ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে ৫০৯টি। মনোনয়পত্র দাখিলের শেষ দিন গতকাল বুধবার প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্র সংগঠনগুলো। ডাকসুতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি জয়-পরাজয়ের নির্ধারক হবে নারী ভোটাররা- এমনটাই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এবারের ডাকসুতে সর্বমোট ভোটার ৩৯ হাজার ৭৭৫ জন। তন্মধ্যে ছাত্র ২০ হাজার ৮৭৩ ও ছাত্রী ১৮ হাজার ৯০২ জন। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রী ভোটারই নির্বাচনে জয় পরাজয়ের নির্ধারক হবেন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় সব প্রার্থীই নারী ভোটারদের ভোট পেতে নানা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগেও ছাত্র সংগঠনগুলো মেয়েদের পাঁচটি হলে নানা সেবাধর্মী কার্যক্রম চালিয়েছেন। এ ছাড়াও, ছাত্রী

● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ-প্যানেলের মনোনয়নপত্র পেশ

ছাত্র ইউনিয়ন-ছাত্রফ্রন্ট-বিসিএলের প্যানেল

ছাত্র অধিকার পরিষদ প্যানেলের মনোনয়নপত্র দাখিল

উমামা ফাতেমার নেতৃত্বে স্বতন্ত্র ঐক্যজোটের মনোনয়নপত্র দাখিল

ইসলামী ছাত্র আন্দোলন

ছাত্রদলের দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রার্থী ইবনু আহমেদ

নারীদের হাতেই জয়ের চাবি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভোটারদের ভোট নিশ্চিত করতে প্রত্যেকটি প্যানেলেই ক্যাম্পাসে পরিচিত নারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পদে রাখা হয়েছে।

দীর্ঘ ২৮ বছর পরে ২০১৯ সালে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে সে নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ওঠে তৎকালীন ক্ষমতাসীন ছাত্র সংগঠন (বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত) ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে। ৬ বছর পরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এবারের ডাকসুতে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চাওয়ার প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে প্রশাসন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন। তিনি বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী এই ডাকসুকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের অনেক চাওয়া-পাওয়া রয়েছে। আমরা একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। শিক্ষার্থীরা সুষ্ঠু পরিবেশে ভোট দিতে পারবে বলে আমরা আশাবাদী।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল

[illegible]

বাংলা বাজার পত্রিকা

ডাকসু নির্বাচন

১৫ জুলাই আহত তন্বির পদে প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদলসহ ৬ প্যানেল

ঢাবি প্রতিনিধি

গত বছর ১৫ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিজ ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের হামলার শিকার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বি। এবার ডাকসু নির্বাচনে তিনি গবেষণা ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন। তার সম্মানে ওই পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি ছাত্রদল এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদসহ ছয়টি প্যানেল। অন্য তিনটি প্যানেল হলো- বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর প্যানেল 'প্রতিরোধ পর্ষদ', জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ ও মাহিন

এরপর ১১ এর পৃষ্ঠায়

প্রথম পাতার পর

১৫ জুলাই আহত

সরকারের নেতৃত্বাধীন 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ', তিন বাম ছাত্রসংগঠনের প্যানেল 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' ও ইসলামী ছাত্র আন্দোলন।

গতকাল দুপুরে ঢাবির অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সংবাদ সম্মেলন নিজেদের প্যানেল ঘোষণা করেন বাংলাদেশ ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব। প্যানেল ঘোষণার সময় তিনি বলেন, এ পদে তন্বির সম্মানে তাদের সংগঠনের কাউকে রাখা হয়নি। একইসঙ্গে তাকে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। গত সোমবার এক ফেসবুক পোস্টে গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) শাখার আহ্বায়ক আব্দুল কাদের এক ফেসবুক পোস্টে তাদের প্যানেলে এই পদে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না বলে ঘোষণা দেন। তিনি পোস্টে লেখেন, 'তন্বি আমাদের জুলাইয়ে জ্বলে ওঠা বিক্ষোভের উৎস, তন্বি আমাদের জুলাইয়ে গর্জে ওঠা প্রতিরোধের অনুপ্রেরণা। তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আমাদের সমর্থিত প্যানেলে 'গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক' পদটি শূন্য রাখা হয়েছে এবং তন্বীর প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন থাকবে।' তবে এখনও ঘোষণা না দিলেও এই পদটি তন্বির জন্য ছেড়ে দেবে 'প্রতিরোধ পর্ষদ'। প্যানেল সূত্রে জানা যায়, প্রতিরোধ পর্ষদের প্যানেলে সদস্য পদে একজন প্রার্থী কম মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। প্যানেলটি গবেষণা ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক পদটি ছেড়ে দেবে। এই পদে যাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল, তাকে সদস্য পদে মনোনয়ন দেওয়া হবে। অন্যদিকে, স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংসদের আহ্বায়ক জামালুদ্দীন মুহাম্মাদ খালিদ এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বহিষ্কৃত যুগ্ম সদস্যসচিব মাহিন সরকারের নেতৃত্বাধীন 'সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদ' নামে প্যানেল থেকেও এই পদে কাউকে মনোনয়ন দেওয়া হবে না। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন জামালুদ্দীন খালিদ। এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (একাংশ), সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (বাসদ) এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ-বিসিএলের সমন্বয়ে গঠিত 'অপরাজেয় ৭১-অদম্য ২৪' প্যানেলেও এই পদে কাউকে রাখা হয়নি।

গতকাল বুধবার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্যানেল ঘোষণায় এই তথ্য জানান ছাত্র ইউনিয়ন একাংশের সভাপতি মাহির শাহরিয়ার রেজা। তিনি জানান, গত বছরের ১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় আহত সানজিদা আহমেদ তন্বিকে সমর্থন জানিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক পদে কোনো প্রার্থী দেয়নি প্যানেলটি। অন্যদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা